

Made by
Animesh Ghosh, CEO, Fuck My Life Inc.

প্রবন্ধমূলক উত্তরভিত্তিক

১. যোগাযোগ কী? যোগাযোগ প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রকৃতিগুলি আলোচনা করো।

উত্তর : যোগাযোগ (Communication) : যোগাযোগ স্থাপন যে কোনো শিক্ষন-শিখনে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। প্রত্যেক মানুষের কিছু চিন্তা, ধারণা বা অনুভূতি থাকে যা সে অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চায়। সাধারণভাবে চিন্তা ধারার ধারণা বা অনুভূতি এই সঞ্চারণ বা সঞ্চারনকে সংযোগ স্থাপন বা Communication বলা হয়।

Communication কথাটি এসেছে গ্রিক শব্দ 'Communi' থেকে। যার অর্থ হল 'সাধারণ'। এই অর্থে Communication এর অর্থ হল — 'অন্যের সঙ্গে সাধারণ কিছু অভিজ্ঞতা বিনিময় করা'।

যোগাযোগের সংজ্ঞা :

বিভিন্ন শিক্ষার্থীদের মতে যোগাযোগের সংজ্ঞাগুলি হল —

- (i) Edger Dule এর মতে— যোগাযোগ স্থাপন হল পারস্পরিক অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতিগুলি বিনিময় করা। (Communication is defined as the sharing of ideas and feelings in a mood of mutuality.)
- (ii) Dewey এর মতে— যোগাযোগ স্থাপন হল পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের প্রক্রিয়া, যতক্ষণ না উভয়ের অভিজ্ঞতা সমান হয়। (Communication is a process of sharing Experience till it becomes a common possession.)
- (iii) D. Berlo এর মতে— যোগাযোগ স্থাপন হল প্রেরক ও গ্রাহকের অভিজ্ঞতার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে উভয়ের একটি সাধারণ ধারণার উপনীত হয় এবং উভয়েই উপকৃত হয়। (Communication is a process of interaction of ideas between the communicator and the receiver to arrive at a common understanding for mutual benefit.)

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষণ করলে যোগাযোগের যে সার্বিক সংজ্ঞাটি পাওয়া যায় তা হল — যোগাযোগ হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে তথ্য,

বাস্তব, আদেশ, নির্দেশ, সিদ্ধান্ত ভাবনা চিন্তা, অনুভূতি একজন ব্যক্তির কাছ থেকে (প্রেরক) অন্য ব্যক্তির কাছে (গ্রাহক) সঞ্চারিত করে।

যোগাযোগের বৈশিষ্ট্য : (Characteristic of communication)

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ যোগাযোগ স্থাপনের প্রক্রিয়াটিতে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাদের উক্ত ব্যাখ্যাগুলি পর্যালোচনা করলে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়—

(i) দ্বিমুখী প্রক্রিয়া :

যোগাযোগ স্থাপন একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। অর্থাৎ এখানে প্রেরক (Communicator) ও গ্রাহক (Receiver) উভয়ের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া মাধ্যমে প্রক্রিয়াটি পরিচালিত হয়।

(ii) মাধ্যম :

যোগাযোগ স্থাপনের জন্য একটি মাধ্যম থাকা আবশ্যিক। মাধ্যম বাচনিক (Verbal) বা অবাচনিক (Non-Verbal)।

(iii) আলোচ্য সূচী (Content) :

যোগাযোগ স্থাপনে একটি নির্দিষ্ট আলোচ্য সূচী থাকার প্রয়োজন। যার মাধ্যমে এই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ রূপ লাভ করবে।

(iv) পরিতৃপ্তি লাভ :

যোগাযোগ প্রক্রিয়ার দ্বারা গ্রাহক এবং প্রেরক উভয়েই পরিতৃপ্তি লাভ করবে। এছাড়া এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গ্রাহক এবং প্রেরক হিসাবে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান চলতে থাকে।

(v) উপাদান :

যোগাযোগ স্থাপন একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া হলেও এই প্রক্রিয়াটি পরিচালিত হয় কিছু সাধারণ উপাদানরে মাধ্যমে। উপাদানগুলি হল —

- উৎস বা প্রেরক (Sender)
- তথ্য বা বিষয়বস্তু (Content)
- মাধ্যম (Media)
- গ্রাহক (Receiver)
- প্রতিক্রিয়া (Feedback)
- বাধা (Barriers)

(vi)

নীতি

যোগা

কর

(c)

বিষয়

যোগাযোগ

জ্ঞান বা ত

বিভিন্ন ক্ষেত্রে

যেগুলি উল্লেখ

(i) ব্যাপ

যোগাযোগ

সকল কর্মের

গ্রহণ এবং ত

বহুবিধ তথ্য

পরিবেশিত হ

(ii) নেতৃত্ব

যোগাযোগ

তবেই নেতৃত্ব

(iii) সা

যোগাযোগ

করলে সমন্বয়

সকলের উৎস

(iv) সহ

যোগাযোগ

শিক্ষক থেকে

কাজ করে এ

(v) আনু

উপযুক্ত য

নিম্নতন কর্মী

আনুগত্য উপ

(vi) নীতি :

যোগাযোগ প্রক্রিয়াকে কার্যকরী করে তুলতে কতগুলি নীতি অনুসরণ করতে হয়, যেমন— (a) প্রেরণার নীতি, (b) দক্ষতার নীতি, (c) ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার নীতি, (d) মাধ্যম নির্বাচনের নীতি, (e) উপযুক্ত বিষয় নির্বাচনের নীতি।

যোগাযোগের প্রকৃতি :

জ্ঞান বা তথ্য সঞ্চারনের মাধ্যম হল যোগাযোগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠা তো বটে অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোগাযোগ হল একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। যোগাযোগের প্রকৃতি হিসাবে যেগুলি উল্লেখ করা যায় তা হল—

(i) ব্যাপকতা :

যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা কেবলমাত্র নির্দেশনার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। সকল কর্মের মধ্যেই এর প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। পরিকল্পনা প্রণয়ন তথা সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা কার্যকর করার জন্য প্রশাসক বা ব্যবস্থাপক ও ছাত্রছাত্রী, কর্মচারী, বহুবিধ তথ্যের প্রয়োজন বোধ করে। অর্থাৎ প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে এই তথ্য পরিবেশিত হয়।

(ii) নেতৃত্বের ভিত্তি :

যোগাযোগ নেতৃত্ব দানের ভিত্তি স্বরূপ। নীচু স্তরের সাথে যোগাযোগ থাকলে তবেই নেতৃত্ব সফল হতে পারে।

(iii) সমন্বয় সৃষ্টি :

যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় কোনো কাজ পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সম্পাদন করলে সমন্বয় সৃষ্টি হয় এবং কাজ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার সৃষ্টি করে। শিক্ষক, ছাত্র সকলের উৎসাহ ও আন্তরিকতার মনোভাব তৈরী করে।

(iv) সহযোগিতার ভিত্তি :

যোগাযোগ হল সহযোগিতার ভিত্তি। শিক্ষাক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রধান শিক্ষক থেকে সহ শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাকর্মী সকলেই এই সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করে এবং তার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত যোগাযোগ।

(v) আনুগত্য সৃষ্টি :

উপযুক্ত যোগাযোগের মাধ্যমে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের যোগ্যতা ও দক্ষতা সম্পর্কে নিম্নতন কর্মীদের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠে এবং তার ফলে একটা আনুগত্য উপলব্ধির সৃষ্টি হয়।